রক্ষা কর খোদা

খন্দকার মো: আবদুল গণি

লেখনির প্রারম্ভে ছোট্ট একটি গল্প বলি, "একদিন এক নেকড়ে শাবক পথ ভুলে ভেড়ার পালে মিশে গেল। নেকড়ের দলে মিশে গিয়ে এমনভাবে শুরু করল যেন সে বিবর্তনের মাধ্যমে ভেড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে যদিও তার বাহ্যিক গঠন ছিল নেকড়ের মতই। আচার-ব্যাবহার এমন শুরু করল যে ভেড়ার পাল হতে শুরু করে রাখালটির পর্যন্ত মন গলে গেল। তার এ ব্যাবহারের প্রতিদানস্বরূপ আশ্রয় মিলল এবং সেও ভেড়ার পালের সাথে প্রতিপালিত হতে লাগল। এমনি করে দিন যায়। যখন নেকড়ে শাবকটি পূর্ণাংগ নেকড়েতে পরিণত হল, তখনই তার মনে দুরভিসন্ধি এসে ঢুকল। একটি ভেড়াকে ফুসলিয়ে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সাবাড় করে দিল। এমনি করে আরও কয়েকটিকে। ভেড়ার সংখ্যা যখন দিন দিন কমতে লাগল তখনই রাখালটির চৈতন্যদয় হল। কমে যাওয়ার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে রাখালটি মরিয়া হয়ে উঠল। শেষে একদিন সন্ধান মিলল যে আশ্রিত নেকড়েটিই এ হীন অপকর্ম করে যাচ্ছে। তখন রাখালটি নেকড়েটিকে ধরে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে পিটিয়ে মেরে ফেলল অকৃতজ্ঞ নেকড়েটিকে"।

এমনই কিছু নেকড়ে ঢুকে পড়েছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সমাজে। সেবার ব্রত নিয়ে সেবক ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে সেবার নামে প্রতারণা করে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যাস্ত হয়ে পড়েছে। সেবাকে ব্যাবসায়ের মন্ত্র হিসেবে ব্যাবহার করেছে। পেশায় এরা চিকিৎসক, জনগণের সুস্থ জীবন যাদের হাতে অনেকাংশে নির্ভরশীল, এমনকি জীবন-মৃত্যুও। অথচ এরা প্রতিনিয়ত খেলা করে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের অজানা-অচেনা রোগ ব্যাধী ঢুকে পড়েছে মানব সমাজে, যার প্রতিকার করার ক্ষমতা সাধারণ জনগণের নেই। বাধ্য হয়েই তারা 'ধর্ণা'দেয় চিকিৎসকের দুয়ারে। সাক্ষাত করতে বিপুল অংকের টাকা তো দিতেই হয়, সাথে গাদা-গাদা টেষ্ট। এই সমস্ত টেষ্ট ও করাতে হয় তাদের মনোনিত কন্ট্রাক করা প্যাথলজি সমুহে। যেখান থেকে আমাদের চিকিৎসকরা টেষ্ট বেধে ২০% থেকে ৪০% পর্যন্ত কমিশন পেয়ে থাকে। আমাদের দেশে সিংহ ভাগ মানুষ অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত, তাছাড়া শিক্ষিত সমাজ যে টকছে না তা নয়, তাছাড়া রোগ-বালাই তো একটা কথা। অন্য কোথাও টেষ্ট করানোর কথা কেউ বললে তারা স্বেচ্ছায় বলবে যে, সেখানে আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই-এই নেই, সেই নেই। আর টেষ্ট তো! সাধারণ সর্দি-কাশি হতে শুরু করে জটিল সব ধরণের রোগেই কোন না কোন থাকবেই। মেডিকেল সাইন্সের যুগে প্যাথলজিকাল টেষ্ট করার বিপক্ষে সাহস আমার নেই, কিন্তু তা যেন হয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের পারমিশন প্রাপ্ত ল্যাব। নান্দনিক চাকচিক্যে ভরা বিজ্ঞাপণের বাহারে টাসা, অলি-গলিতে গড়ে উঠা এই তথাকথিত প্যাথলজি সমূহ এখনই যাচাই-বাচাই করে দমন করা দরকার। সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে এখনই একটা সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং সেই সাথে কোঠোর হস্তে বাস্তবায়ন করা অবশ্যই প্রয়োজন।

যেখানে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করাই সাধারণ জনগণের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে, সেখানে তাদের উপরে দুর্ভোগের আরও একটি বাটখারা চাপিয়ে দিলে তাদের অবস্থা কি হতে পারে? সরকারী হাসপাতাল গুলোর অবস্থা বলাই বাহুল্য। সেবাতো নয় যেন কতিপয় কসাই অর্ধমৃত এই সমস্ত মানুষগুলোর গায়ের চামড়া ছাড়াতে ব্যাস্ত। প্রায়ই দেখা যায় সরকারী ডাক্তারগণ শুধুমাত্র হাজিরা দিতেই আসেন। তাও কখন আসেন আর কখন যান তা যেন দেখার কেউ নেই। আর সেখানে কর্মরত নার্সগণ আল্লাহ্ পাকের কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন " হে আল্লাহ্ মালাকূল মমওতকে পাঠাও, তার ওছিলায় আমরা ও কিছু পাই"। টাকা, টাকা আর টাকা। টাকার শব্দ ঝন্ ঝন্ করে বাজে ওদের পকেটে আর তা পরিশোধ করতে সাধারণ জনগণের আত্মা টিপ টিপ করে কাঁপতে থাকে।

সম্প্রতি চট্টগ্রাম নগরীর উত্তর আগ্রাবাদের আশকারাবাদ এলাকায় সরকারের ঔষধ প্রশাসনের নিকটস্থ "ওরিসন ফার্মাসিউটিক্যাল্স লিমিটেড" নামে এক ভেজাল ঔষধ কোম্পানির সন্ধান পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম বন্দর কতৃপক্ষের ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব মুনীর চৌধুরী এই ভেজাল ঔষধ কোম্পানী আবিষ্কার করেন। যার পরিচালক ছিলেন ২৩ জন ডাক্তার সহ আরও অন্যান্য। ঔষধ প্রশাসন এবং ল্যাবরেটরী টেষ্ট ছাড়াই বে-আইনিভাবে এইসব ভেজাল ঔষধ সরবরাহ করা হচ্ছে, নিশ্চয়ই ঔষধ প্রশাসনের কতিপয় অসাধু,অর্থলিপ্সু কর্মচারীদের আতাতে। যা সেবন করলে দিনে দিনে জটিল জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে সদ্য নবজাতক শিশুসহ সর্বসাধারণ। যে চিকিৎসক গণের চিকিৎসা সেবার মহান পেশায় জড়িত থাকার কথা, তারাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বিভিন্ন হীন, অপবানিজ্যে লিপ্ত হয়ে প্রতারণা করে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের সাথে। যেখানে ক্ষমতাসীন এবং বিরোধীদল বিভিন্ন ইস্যুতে একে-অপরের উপর কাদা ছোঁড়া-ছুড়িতে ব্যাস্ত সেখানে কে করবে এ প্রতিকার? আবার কোন দল যদি প্রতিকার করতে চায়, তবে অন্যদল তার পক্ষপাতিত্ব করে রক্ষা করতে ব্যাস্ত হয়ে পড়ে। আইন আছে কিন্তু বাস্তবায়ন নেই। যার ফলস্বরূপ বাংলার নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণীর প্রায়ই সকলে পাড়ি জমায় পাশবর্তি রাষ্ট্র ভারত, থাইল্যান্ড অথবা সিঙ্গাপুরে। যার ফলস্বরূপ রফতানী করা বৈদেশিক মুদ্রার সিংহ ভাগ চলে যায় এই চিকিৎসা ব্যায়ে। ডাক্তারদের চিকিৎসা সেবার মান বৃদ্ধি না করলে দেশের জনগণ তথা এমনকি বিদেশেও আমাদের ডাক্তারদের সুনাম হারাবে একথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

খন্দকার মো: আবদুল গণি, নাটোর